সংবাদ

তারিখ ... 4 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ৩

অছাত্রে চলছে ইবি ছাত্রলীগ কমিটি

প্রতিনিধি, ইবি

অছাত্র বিবাহিত এবং চাকরিজীবীদের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে ইসলমী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ। ফলে ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক কাজে গতি হারিয়েছে দেশের ঐতিহ্যবাহী এ ছাত্র সংগঠনটি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের এক বছর মেয়াদি কমিটি অনেক আগেই দুই বছর পার করেছে। কমিটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় কমিটি গঠনকালীন নেতারা অছাত্র, বিবাহিত এবং চাকরিজীবী দলে ভিড় করছেন। এছাড়াও নতুন কমিটি গঠন না হওয়ায় পদপ্রত্যাশী অনেক নেতাই ছাত্রত্ব হারাচ্ছেন। পদপ্রত্যাশী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগকে সফলভাবে নেতৃত্বদানকারী সাবেক অনেক নেতাই বর্তমান কমিটির কার্যক্রম নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অভিযোগ রয়েছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের একটি গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়াদোত্তীর্ণ এই কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি দিতে চাইলেও কেন্দ্রীয় সংসদের অপর একটি গ্রুপকে ম্যানেজ করে বর্তমান কমিটি তাদের ক্ষমতা কুক্ষীগত করে রেখেছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ১৩৮ সদস্যের অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মীর ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেছে। ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। তার বন্ধুরা তিন বছর আগেই লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়েছেন। সাধরণ সম্পাদক অমিত কুমার দাসও ইতোমধ্যে অছাত্রের দলে ভিড়েছেন। এছাড়া ২০ জন সহ-সভাপতির মধ্যে ইমদাদুল হক শরিফ সোহাগ, নাজমুল হক রানু, আনিসুর রহমান লিটন, মহসিন রেজা দিপু; আরব আলী, হাফিজুর রহমান, রিয়াজুল ইসলাম রানা, আবুল খয়ের, বিপ্লপ কর্মকারসহ অধিকাংশের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেছে। যুগ্ম সাধারন সম্পাদক শামীম আহমেদেরও ছাত্রত্ব শেষ। সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ জাহান কবির সোহেলও ইতোমধ্যে ছাত্রত্ব শেষ করেছেন। এছাড়াও সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান মিজু, আনিসুর রহমান লিটন, নাজমুল হক রানু, আল আমিন জোয়াদ্দার, নাট্য ও বিতর্ক বিষয়ক সম্পাদক ইসমেত জেরিনসহ বেশ কিছু নেতা বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন।

এভাবে অছাত্রত্ব এবং বিবাহিতদের নেতৃত্বে চলছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যক্রম। এছাড়া ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও এখনো কার্যক্রম চালাচ্ছে তারা। দুই বছরের বেশি সময় পার হলেও নতুন কমিটি না হওয়ায় অনেক ত্যাগী নেতা পদবঞ্চিত থেকে ছাত্রজীবন শেষ করে ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এতে নেতাকর্মীরা হতাশা ও ক্ষোভের কারনে দলীয় কার্যক্রম থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে বলে জানা যায়। এ বিষয়ে ছাত্রলীগের এক সিনিয়র নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আমাদের মধ্যে অনেক নেতা ছাত্রত্ব শেষ করেছে। অনেকে বিবাহিত, আমিও বিয়ে করেছি। আমাদের সময় শেষ। এখন নতুনদের জায়গা দেয়া উচিত।'

ক্যাম্পাস ও দলীয় সূত্র আরও জানা যায়, ২০১৪ সালের ৩ ডিসেম্বর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের তৎকালীন সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ সদস্যবিশিষ্ট এক বছর মেয়াদি একটি কমিটি অনুমোদন দেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগের সাইফুল ইসলাম ও ইংরেজি বিভাগের অমিত কুমার দাসকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। তিন মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার কথা থাকলেও এক বছরেও পূর্ণাঙ্গ কমিটি দিতে ব্যর্থ হয় তারা। ২০১৫ সালের ২৩ জুন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদ ১৩৮ সদস্যবিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দিলেও ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করে রাখতে ২০১৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন তারা।

অথচ এছাড়াও বর্তমান কমিটির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ভর্তি বাণিজ্য, ক্যাম্পাসে ফাও খাওয়া, ছাত্রী উত্ত্যক্তকরণসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। ২০১৫ সালের ১৭ ও ১৯ ডিসেম্বর টেন্ডার নিয়ে সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান মিজু গ্রুপের কর্মীদের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে সাদ্দাম হোসেন হলের বিশেষ খাবার নিয়ে সভাপতি সাইফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক অমিত কুমার দাসের কর্মীদের মাঝে সংঘর্ষ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক তৌকির মাহফুজ মাসুদ বলেন, 'এক বছর মেয়াদি কমিটি দুই বছরেরও বেশি সময় পার করেছে। কমিটির সিনিয়র অধিকাংশ নেতাই অছাত্র বিবাহিত। এক কমিটির দীর্ঘদিন নেতৃত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে নিয়মিত রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায়। এতে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় না।'

বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বলেন, 'অতিশীঘ্রই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কমিটি দেয়া হবে।'